মেয়রের বৈঠকখানায় হত্যাকাণ্ড

——— জে. এস. ফ্লেচার

BanglaBook.org

মেয়রের বৈঠকখানায় হত্যাকাণ্ড

□ The Murder in the Mayor's Parlor □

জে. এস. ফ্লেচার

॥ ১ ॥

"লণ্ডন এক্সপ্রেস" এক মিনিটের জন্য ছোট স্টেশন লিংকাস্টার-এ থামল। ট্রেন থেকে নামল একটিমাত্র যাত্রী; সাদাসিধে পোশাক, মাঝবয়সী, চশমাধারী; তাকে যে কেউ মনে করবে পেশাদার শ্রেণীর কেউ—ডাক্তার, সলিসিটর বা চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট। প্ল্যাটফর্মের সামান্য কয়েকজন মানুষের কেউ তার দিকে দৃষ্টি দিল না; পেঁছিবামাত্রই লোকটি তার টিকিটটা দিল, টিকিট-ঘরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল এবং শহরের পথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। শহর বলতে একটা নীচু পাহাড়ের পিঠের উপর কয়েকটা সেকেলে বাড়ি; শহরের একেবারে মাথায় দুটো বাড়ি—পুরনো 'মুট হল'-এর উঁচু ছাদ আর গ্রাম্য গির্জার চতুষ্কোণ গম্বুজ—দুটোই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ডিসেম্বর মাসের অস্তসূর্যের আলোয়। লোকটি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শহরের কেন্দ্রস্থলে পেঁছে গেল—সেটা একটা বাজার; প্রথম দৃষ্টির আবছা আলোয় মনে হবে বোধ হয় মধ্য যুগ থেকে স্থানটির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কাঠের পাশকপালি বাড়ি-ঘর, হীরকাকৃতি জানালা, অদ্ভুত চিমনি, পাথরের রাস্তা, থামের উপর সামিয়ানা খাটানো দোকান-বাজার, এক প্রান্তে একটা পুরনো গির্জা, অপর প্রান্তে 'মুট হল'—এই সব নিয়েই গোটা লিংকাস্টার শহর; এ ছাড়া আছে কয়েকটা সরু সেকেলে রাস্তা, চৌ-মাথা থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাপের কোণ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে চলে গেছে।

লণ্ডন থেকে আগত লোকটি কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না। তার দ্রুত-সঞ্চালিত দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে পড়ল একটি প্রলম্বিত বাতির উপর লেখা দুটি শব্দের উপর—পুলিশ চৌকি। লোকটি সোজা এগিয়ে গেল শব্দ দুটির নীচেকার দরজাটার দিকে। দরজাটা আধ-খোলা; ভিতরে চোখে পড়ল কোন রকমে সাজানো একটা আপিস, কিছু সরকারী কাগজপত্র ও বিল ইতস্তত ঝুলছে, একটি ঘুম-ঘুম যুবক কনস্টেবল একটা উঁচু ডেস্কের উপর কি যেন লিখছে। সে মুখ তুলল—লাঙল-ফেলে উঠে-আসা গ্রাম্য মানুষের মুখ—তার কান দুটিও যে খোলা ছিল সেটা বোঝার জন্য সে মুখটাও খুলল।

আগন্তুক শুধাল, "সুপারিণ্টেডেণ্ট সাটন আছেন? তাহলে দয়া করে তাকে বলুন যে নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দা-সার্জেণ্ট মিলগ্রেভ এসেছে।"

www.BanglaBook.org

কথাগুলি কানে যেতেই ভয়ে কনেস্টবলের বাক রোধ হল; লণ্ডনের গোয়েন্দার দিকে একটিবার তাকিয়েই সে পায়ে-পায়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে উপবিষ্ট একটি লোককে বিড়বিড় করে কি যেন বলেই মুখ ফিরিয়ে আগন্তুককে ইসারায় ডাকল। মিলগ্রেভ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল একটি দশাসই চেহারার মোটাসোটা লোক মুষ্টিবদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে আছে; আগন্তুকের আগমনে তার মুখে-চোখে সুখ ও স্বস্তির অভ্রান্ত প্রকাশ।

একটা হাতল-চেয়ার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডটার পাশে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি স্যার। কি জানেন, আমাদের অঞ্চলে এ সব ব্যাপারে আমরা তো অভ্যস্ত নই; তাই এ ব্যাপারটা দেখার জন্য একজন লণ্ডনবাসীকেই চাই। আশা করি, সব কিছুই আপনি শুনেছেন—খবরের কাগজে তো অবশ্যই পড়েছেন?"

"না!" মিলগ্রেভ জবাব দিল। সে হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রাখল, ওভার কোটের বোতাম খুলল, তারপর বসল। "না! আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি এখানে একটা খুন হয়েছে, এবং আপনার অনুরোধে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে তদন্তের কাজে সাহায্য করতে। খবরের কাগজের হেড লাইনগুলো অবশ্যই চোখে পড়েছে, কিন্তু তার নীচে কি ছিল পড়ে দেখি নি। আমি কিছুই জানি না। এটাই আমার রীতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—আমার তথ্যাদি আমি সরাসরি জানতে চাই। এখনই আমাকে সব কিছু খুলে বলুন।"

গ্রাম্য সৌজন্যবশত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, "তার আগে আপনি কিছু মুখে দেবেন না? অনেকটা পথ এসেছেন, আর—"

মিলগ্রেভ জবাব দিল, "না, ধন্যবাদ—আগে কাজ। প্রথমেই আমি জানতে চাই, কি কাজ হয়েছে, আর কি কাজ করতে হবে। আমাকে যখন কাজে পাঠানো হয়েছে তখন আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। আপনি যতটা পারেন বলুন।"

অপরাধ তদন্ত বিভাগ থেকে আগত এই মানুষটির প্রতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গভীর আগ্রহ। নিজের চেয়ারটাকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে সে মাথাটা দোলাতে শুরু করল।

বলল, "একটা অদ্ভুত ঘটনা। ত্রিশ বছরেরও বেশী এই কাজ করছি, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত ঘটনার কথা কখনও শুনি নি মিঃ মিলগ্রেভ। দেখুন, গল্প বলার কাজে আমি বড়ই কাঁচা, তবু সাধ্যমত সব কিছুই পরপর বলতে চেষ্টা করছি। এখন আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯১৪, তাই তো? ঠিক আছে, গত পরশু রাতে—মঙ্গলবার, ৮ই ডিসেম্বর—আমাদের তরুণ মেয়র মিঃ গাই হ্যানিংটন বাজার থেকে বেরিয়ে সামনের ফটক দিয়ে 'মুট হল'-এ ঢুকে মেয়রের বৈঠকখানা পর্যন্ত গেলেন। তখন সময় সাড়ে আটটা। যে লোকটি—সেই একমাত্র লোক—তাকে ঢুকতে দেখেছিল সে হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক লিয়ারয়েড, একজন পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী। লিয়ারয়েড ও তার স্ত্রী 'মুট হল'-এর একতলার ঘরে বাস করে—তাদের দরজা ও জানালা না পেরিয়ে সামনের দিক থেকে আপনি "হল"-এ ঢুকতেই

www.BanglaBook.org

পারবেন না। সেটা আপনাকে একটু পরে দেখাচ্ছি। মহামান্য মেয়র যখন ফটকের কাছে এলেন লিয়ারয়েড তখন তার দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল, এবং মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে কিছু করতে হবে কি না। মহামান্য বলেন—না; তিনি কিছু কাগজপত্র দেখতে বৈঠকখানায় যাবেন। তিনি উপরে উঠে গেলেন, আর লিয়ারয়েড ও তার স্ত্রী নৈশ আহারে বসল।

"এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল; লিয়ারয়েড তার মিসেসকে বলল, মহামান্য তো বড় বেশী সময় উপরে আছেন। তারপর সে বাইরের ফটকে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে পাইপটা টানল; তখনও সে আশা করছে মেয়র এখনই নেমে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না; দশটা বাজল; সেটাই তার দরজায় তালা লাগাবার সময়। আরও কিছু সময় কেটে গেল; লিয়ারয়েড অস্থির হয়ে উঠল; সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে দরজায় কান পাতল। কিছু শুনতে পেল না—চলাফেরার শব্দ নয়, কিচ্ছু না। শেষ পর্যন্ত দরজায় ধাক্কা দিল—কেউ সাড়া দিল না। তখন সে দরজাটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল, বেচারি তরুণ ভদ্রলোকটি অগ্নিকুণ্ডের আচ্ছাদনির উপর সটান পড়ে আছেন, তার ডেস্ক ও অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে, দুই হাত ছড়ানো, নিথর—অসার!"

"মৃত?" মিলগ্রেভ শুধাল।

"দরজার পেরেকটার মতই মৃত স্যার!" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। লিয়ারয়েড মাত্র একনজর তাকে দেখেছিল—তিনি চিৎ হয়ে পড়েছিলেন, তার সারা মুখটাতে আলো পড়েছিল—তারপরই সে ছুটে নেমে যায় তার স্ত্রীর কাছে; তাকে ডাঃ উইনফোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেয়, তিনি বাজারেই থাকেন; আর খবর দেয় আমাকে—আমি মোড়ের উপরেই থাকি। ডাঃ উইনফোর্ড ও আমি একসঙ্গেই সেখানে গেলাম। ডাক্তার তাকে একবারমাত্র দেখেই বললেন, তিনি একঘণ্টা আগেই মারা গেছেন। আর কি করে তার মৃত্যু হল, তাকে ছুরি মারা হয়েছিল!"

"ছুরিকাঘাত!" মিলগ্রেভ বলল। "ছুরিকাঘাত!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, "হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাত। পিছন দিক থেকে। ডাঃ উইনফোর্ড বলেন, মেয়র তার ডেস্কে বসে লিখছিলেন, আর তখনই খুনী পিছন থেকে একটা ছুরি বা ঐ জাতীয় কিছু তার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বসিয়ে দেয়। ডাক্তার বলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়।"

"লিয়ারয়েড কিছুই শুনতে পায় নি—কোন পতনের শব্দ, বা একটা চীৎকার?"

"কিচ্ছু না! কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের 'মুট হল' ইংলণ্ডের প্রাচীনতম বাড়িগুলির অন্যতম", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাবে বলল। "আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, দেয়াল ও মেঝে প্রচণ্ড পুরু—জায়গায়-জায়গায় আট থেকে বারো ফুট পুরু। না, লিয়ারয়েড কিছুই শোনে নি। কোন সংঘর্ষের চিহ্নও সেখানে ছিল না। সব কিছুই যথাস্থানে ছিল। মহামান্য একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছিলেন—তারিখ ও 'প্রিয় মহাশয়' পর্যন্ত লিখেছিলেন। সেই চিঠি এবং মেয়র-পরিষদের পরবর্তী সভার কর্ম-সূচীর কাগজ তার ব্লটিং-পেপারের উপর পড়ে ছিল; কলমটা পড়ে ছিল মেঝেতে। তিনি ছাড়া অপর কেউ যে সে ঘরে ছিল তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। আর লিয়ারয়েড

www.BanglaBook.org

ও মেয়রের পরে আর কাউকে উপরে উঠে যেতে দেখে নি বা পায়ের শব্দ শোনে নি।"

"তথাপি কেউ তো উপরে উঠে যেতে পারে?" মিলগ্রেভ বলল।

"লিয়ারয়েড ও তার স্ত্রী যখন খেতে বসেছিল তখন যেতেও পারে," সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথাটা মেনে নিল। "কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়, কারণ তাদের দরজায় একটা বড় কাঁচ বসানো আছে যার ভিতর দিয়ে সিঁড়িটা দেখা যায়, আর লিয়ারয়েড সেই দিকে মুখ করেই খাবার টেবিলে বসেছিল। এমন কারও কথা আমরা শুনি নি যে সাড়ে আটটা থেকে দশটার মধ্যে কাউকে সে-বাড়িতে ঢুকতে বা বের হতে দেখেছিল। তথাপি কেউ না কেউ সেখানে ছিল—খুনী তো ছিলই—কারণ বাড়িতে ঢোকার আর কোন পথ নেই।"

"পিছন দিক দিয়ে ঢোকা যায় না?" মিলগ্রেভ প্রশ্ন করল।

"অত রাতে ঢোকা যায় না। পিছনের ফটক বন্ধ হয় ছ'টায়, করণিকরা চলে যাবার পরে", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "না; এ কাজ যেই করে থাকুক সে অবশ্যই নিঃশব্দে চুপি-চুপি ঢুকে পড়েছিল ঠিক যখন লিয়ারয়েড পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল এবং ঠিক সেইভাবেই বেরিয়ে গিয়েছিল।"

"কাউকে সন্দেহ করেন?" মিলগ্রেভ শুধাল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হো-হো করে হেসে উঠে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "কত কথাই শোনা যায়। কে এক ইতালীয় যুবক নাকি নানা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে হরেক রকম খেলা দেখিয়ে বেড়াত; কয়েক মাস আগে এই শহরে এসে সে একটা গোলমালেও জড়িয়ে পড়ে; তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ হ্যানিংটন; তিনি তার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দেন, আর যুবকটি নাকি তখনই তাকে খুব শাসিয়েছিল। অবশ্য অনেক চেষ্টা করেও আমরা তাকে ধরতে পারি নি, কিন্তু—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে মিলগ্রেভ বলল, "ও সব কে একজন ইতালীয়ের কথা রেখে দিন। আপনি বরং মেয়রের কথাই বলুন। মেয়র কে ছিলেন? তিনি কতদিন মেয়র ছিলেন? তিনি কি জনপ্রিয় ছিলেন, না সকলের কাছে অপ্রিয় ছিলেন? এই শহরে বা অন্যত্র তার কোন শত্রু ছিল কি? এই সব বিবরণ আমাকে দিন।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সোৎসাহে বলতে লাগল, 'আমি বলতে চাই যে তার চাইতে অধিক জনপ্রিয় কোন যুবক আজ পর্যন্ত মেয়রের গদীতে বসে নি। অত্যন্ত জনপ্রিয় স্যার। প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করত। কারও মুখেই তার বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনি নি। তার পরিবারটি এই শহরের সব সেরা পরিবার। অষ্টম হেনরির সময় থেকে তারা ম্যানর কোর্ট-এ বাস করে আসছে। তারা ব্যাংক-পরিচালক—তারাই শহরের সব সেরা ব্যাংকটার মালিক। এই যুবক মিঃ গাই যখন সবে কেম্ব্রিজ ছেড়েছেন তখনই তার বাবা মারা যান; অতএব খুব অল্প বয়সেই তিনি হন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি এবং ব্যাংকের প্রধান মালিক। এটা বছর দুই আগেকার কথা। অচিরেই দেখা গেল যে তিনি একজন তীক্ষ্ণধী ব্যবসায়ী এবং এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার সঙ্গে সঙ্গে বরোর কাজকর্মে প্রবল আগ্রহ দেখাতে লাগলেন।

www.BanglaBook.org

আর এই বছরই তিনি মেয়র নির্বাচিত হন—মাসখানেক মেয়রের পদে থাকার পরেই তিনি খুন হলেন।"

"মাত্র এক মাস!" মিলগ্রেভ নিজের মনেই বললেন, "হুম—তীক্ষ্ণধী ব্যবসায়ী—মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে গভীর আগ্রহ, অ্যা? কেউ কি তার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিল?"

"একটি প্রাণীও নয় স্যার—সর্বসম্মতিক্রমেই নির্বাচিত", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "অবশ্য তার বাবা ও ঠাকুর্দাও তাদের কালে লিংকাস্টারের মেয়র ছিলেন—হ্যাঁ, এবং তার ঠাকুর্দারা তাদের আগে।"

মিলগ্রেভ বলে উঠল, "খুবই তাজ্জব ব্যাপার। কোন রকম সূত্রই কি পান নি?"

"সূত্রের ভূতেরও দেখা পাই নি", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "ওই ইতালীয় যুবকের গুজবে আমার বিশ্বাস নেই। এটা খুবই ছোট শহর। একজন বিদেশী সকলের অলক্ষ্যে এখানে ঢুকবে বা বেরিয়ে যাবে—সেটা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সেই ইতালীয় যুবক এই শহরে ফিরে এসেছিল, তাহলেও ঠিক ওই সময়ে মেয়রকে যে তার বৈঠকখানায় পাওয়া যাবে এটা সে জানবে কেমন করে? না, স্যার। অথচ আমি তো ভেবেই পাই না—এই ভদ্র যুবকটিকে কে খুন করতে চাইতে পারে।"

মিঃ হেনিংটন কি বিবাহিত ছিলেন?" মিলগ্রেভ শুধাল।

"না; তিনি একক ছিলেন—মা ও দুই বোনকে নিয়ে বাস করতেন। সকলে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই ছিলেন। আহা বেচারি!"

"তারা কি জানেন তার কোন শত্রু ছিল কি না—এমন কেউ যে নানা কারণে তার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়?" গোয়েন্দা-অফিসার কিসের যেন ইঙ্গিত করলেন। "কি জানেন, সব খুনেরই একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ থাকেই। আমি ধরেই নিচ্ছি যে এক্ষেত্রে মোটিভটা ডাকাতি নয়। আচ্ছা, প্রতিহিংসাও তো হতে পারে। ঈর্ষাও হতে পারে। মিঃ হ্যানিংটনের কি কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার ছিল?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাবে বলল, "দেখুন এ নিয়েও কিছু কথা শোনা যায়; কিন্তু তার মার মতে তার কোন প্রেমের ব্যাপার ছিল না; আর তার চাইতেও বড় কথা, কোন কালেই ছিল না।"

"অর্থাৎ তিনি যতদূর জানেন", মিলগ্রেভ মন্তব্য করল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, ওভারকোটে বোতাম লাগাল। তারপর বলল, "আচ্ছা, এবার আপনাদের 'মুট হল'টা ঘুরে দেখা যাক, বিশেষ করে মেয়রের বৈঠকখানাটা।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অতিথিকে নিয়ে বাজার অঞ্চল পার হয়ে সেই প্রাচীন বাড়িটায় গিয়ে উঠল যেখানে অনেক শতাব্দী ধরে শহরের কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে আসছে। এতক্ষণে লিংকাস্টারের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু রাস্তার গ্যাস-বাতির আলোয় মিলগ্রেভ 'মুট হল'-এর রেখাচিত্র ও সাধারণ আকৃতির একটা ধারণা করে নিতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গাটার সুপ্রাচীনতাকে উপলব্ধি করতে

www.BanglaBook.org

পারল। স্থাপত্যকলায় গভীর জ্ঞানের কোন ভান না করেও সে বুঝতে পারল যে এই প্রাচীন অট্টালিকাটি দূর অতীতের টিউডর বংশের রাজত্বকাল থেকেই লিংকাস্টার বাজারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাড়িটার প্রাচীনতা থেকেও তার অধিক আগ্রহ সেই অপরাধের সঙ্গে বাড়িটার সম্পর্কের প্রতি যার তদন্তের ভার দিয়েই তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। অতএব সুশৃঙ্খল ও ব্যবসায়িক দৃষ্টি নিয়েই সে বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে এগিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

BanglaBook.org

'মুট হল'-টা কতগুলি প্রাচীন বাড়ির একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; বস্তুত সেই বাড়িগুলিই বাজার-অঞ্চলের একটা দিককে প্রায় ঘিরে রেখেছে। একটা খিলানের নীচ দিয়ে ঢুকে কিছুটা এগোলেই খিলানযুক্ত একটা হল। সেই হলের এক দিককার ঘরগুলিতেই তত্ত্বাবধায়ক ও তার স্ত্রী থাকে। বসবার ঘরের কাঁচের দরজা ও একটা ছোট জানালা দিয়ে তাকালেই হলটা চোখে পড়ে এবং দোতলায় উঠবার পাথরের সিঁড়িটাকেও পরিষ্কার দেখা যায়। উপরের ঘরের সংখ্যা বেশী নয়। দোতলায় আছে পরিষদ-ভবন, একটা সমিতি-ঘর, শহর করণিকের ব্যক্তিগত আপিস, এবং মেয়রের বৈঠকখানা; তিন তলার ছোট ছোট ঘরগুলি ব্যবহৃত হয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাঁড়ার-ঘর হিসাবে। তার উপরে ছাদের উপর আছে একটা মস্তবড় চিলে-কোঠা। এইসব ঘর ও আপিস আছে বাড়িটার সামনের দিকে; দোতলার হল থেকে বাড়িটার অন্য অংশে যাবার পথ; সেখানেই কর্পোরেশনের আপিসগুলি অবস্থিত। কড়া বিধান আছে, প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় লিয়ারয়েড সেই দরজাটা তালাবন্ধ করে হুড়কো তুলে দেবে। সুতরাং সেই সময়ের পরে কোন মানুষের পক্ষেই 'মুট হল'-এর পুরনো সম্মুখ দিকটায় পিছন দিক থেকে ঢোকা অসম্ভব।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, "আর লিয়ারয়েডও নিশ্চিতরূপে, খুবই নিশ্চিতরূপেই বলছে যে সে-রাতে সে যথারীতি তালা দিয়েছিল এবং চাবিটা তার বৈঠকখানায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। সুতরাং সে পথ দিয়ে কেউ মেয়রের কাছে যেতেই পারে না।"

"কিন্তু এটাও তো হতে পারে যে মেয়র আসার আগেই খুনী পুরনো ঘরগুলোর মধ্যে কোথাও লুকিয়েছিল", মিলগ্রেভ কথাটা বলল। "আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে। সে লুকিয়ে থাকল, নিজের কাজটা করল, তারপর লিয়ারয়েড যখন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত সেই ফাঁকে তার অলক্ষ্যে সরে পড়ল। সেখান থেকে বাজারের ভিড়ে মিশে যাওয়া তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার।"

তারা যখন মেয়রের বৈঠকখানার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল, তখন মিলগ্রেভ ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একবার চারদিকটা দেখে নিল। লিয়ারয়েডের ভয়ংকর আবিষ্কারের সময় ঘরটা যেমন ছিল ঠিক সেই রকমই আছে; হতভাগ্য তরুণ মেয়র ডেস্ক ও চেয়ারটাকে যে ভাবে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই

আছে। কার্পেট ও অগ্নিকুণ্ড-আচ্ছাদনির গায়ে যে ভয়ংকর দাগ লেগে আছে সেগুলি কত কথাই না বলছে। মিলগ্রেভ এসব আগেই দেখেছে—এবার তার দৃষ্টি পড়ল ঘরটার প্রাচীন সৌন্দর্যের উপর—ছাদের পরস্পর ছেদ-করা খিলান, প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড, খাড়া বাতা লাগানো জানালা, কালের ছোঁয়ায় কৃষ্ণাভ ওক কাঠের উপর চমৎকার কারুকার্য, মৃত মেয়রদের এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অস্পষ্ট তৈলচিত্র, একটা বড় ওক কাঠের সিন্দুক। পরিবেশটি অনেক কিছুরই উপযুক্ত—শহরের পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধদের আলোচনা, মেয়রদের খ্যাতির অনুরূপ বদান্যতা ও দান-ধ্যান—কেবল একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত নয়। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল এবং সঙ্গীর বাহুতে টোকা দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বয়স্ক সঙ্গীটি দরজায় তালা দিল; তারপর দুজন পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মিলগ্রেভ হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আমি কি ভাবছি জানেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট? অনুমান করতে পারেন কি?"

"মোটেই না স্যার", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "খুব গভীর কিছু নিশ্চয়?"

মিলগ্রেভ হাসল—কঠোর, বিষণ্ণ হাসি। বলল, "হয় তো তত গভীর কিছু নয়। না, মিঃ হ্যানিংটনকে কে খুন করেছে তা আমি ভাবছি না, ভাবছি কেন সে তাকে খুন করল—কেন? মোটিভ, বুঝলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মোটিভ! যদি মোটিভটাকে ধরতে পারি, তাহলে অচিরেই মানুষটিকেও ধরতে পারব। যাই হোক, আপাতত আমার ব্যাগটা নেব, দূরের ঐ 'লিংকাস্টার আর্মস'-এ গিয়ে উঠব, রাতের খাবার খাব, তারপর ভাবতে বসব।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাটনকে ছেড়ে দিয়ে মিলগ্রেভ ভাবতে বসল, ভেবেই চলল, অনুমান করল, বিচার-বিবেচনা করল, একটা মত খাড়া করল—চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অনেক সূত্র ও সম্ভাবনা তার মাথায় এল—কিন্তু ফল কিছুই হল না। বাজারের একটা সেকেলে হোটেলে আস্তানা নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায়ই সাটনকে সঙ্গে করে সে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করল, কথাবার্তা বলল। পরদিন সকাল থেকে দফায় দফায় নানা জনের সাক্ষাৎকার নিল। কিন্তু কেউ কোন আলো দেখাতে পারল না। একটা ইঙ্গিতও কেউ করতে পারল না। আত্মীয়স্বজনরা মিলগ্রেভের জানার বাইরে কিছুই বলতে পারল না। শহরের বড় বড় মহাশয়রা, অল্ডারম্যান, কাউন্সিলর, ম্যাজিস্ট্রেট, সকলেরই দিশেহারা অবস্থা। কর্পোরেশনের কর্মচারীরা তো সম্পূর্ণ বিচলিত।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হল তাতেও কিছু প্রকাশ পেল না। তদন্তের সময় খুনী কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল সে সম্পর্কে ডাক্তার যখন তার অভিমত জানাল একমাত্র সেই বিষয়টির প্রতি মিলগ্রেভের আগ্রহ জেগেছিল। ডাক্তার বলল যে ব্যবহৃত অস্ত্রটি নিশ্চয়ই একটা কিরিচ অর্থাৎ সরু ফলাবিশিষ্ট ছুরিই ছিল; সেকেলে সরু ফলার তরবারি দিয়েও এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। কিরিচের কথা উল্লেখ করতেই উপস্থিত অনেকেরই মনে পড়ে গেল সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ ইতালীয়ের কথা যে নিজের কারাদণ্ডের কথা শুনে বিড়বিড় করে যা বলেছিল অনেকের কাছেই সেটা হ্যানিংটনের

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ঘোষণা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দিনের শেষে সাটনের নামে যে টেলিগ্রামটা এল তা থেকেই জানা গেল যে সেই ইতালীয় যুবকটি এখন দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলা দেখিয়েই বেড়াচ্ছে এবং খুনের তারিখ রাতে সে লিংকাস্টারের একশ' মাইলের মধ্যেও ছিল না। এবং শহরে আসার পরে দ্বিতীয় দিনের রাত যখন নেমে এল তখনও মিলগ্রেভের জ্ঞানের তিলমাত্র তারতম্য ঘটল না। কোন সূত্র পাওয়া গেল না; কাউকে সন্দেহের আওতার মধ্যেও আনা গেল না। লিংকাস্টার হত্যাকাণ্ডও সেই সব রহস্যেরই অন্যতম একটি হয়ে রইল যার সমাধান কোন দিনই হবে না।

দ্বিতীয় রাতে একটু দেরিতে খেতে বসে মিলগ্রেভ ভাবতে লাগল, এই খুনের কারণ কি যুবক হ্যানিংটনের জীবনের কোন অতীত অধ্যায়ের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে—ধরা যাক তার কলেজ জীবনের কোন ঘটনা—এমন সময় সাটন হোটেলে এসে হাজির হল নতুন সংবাদ নিয়ে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিলগ্রেভের ব্যক্তিগত বসার ঘরটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বন্ধ করে দিল এবং যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্ত্বেও গোয়েন্দার চেয়ারের খুব কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "এবার কিছু শুনে এসেছি।"

"অনেক কিছু কি?" মিলগ্রেভ শুধাল।

"অনেক কিছু, না অল্প কিছু, অথবা কিছুই না—তা বলতে পারি না; তবে কিছু বটেই", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিল। "আজ সকালে যখন বিচারবিভাগীয় তদন্তে উপস্থিত ছিলেন তখন কি লক্ষ্য করেছেন যে একটি অদ্ভুতদর্শন বুড়ো মানুষ আদালতের এক কোণে বসে ছিল—যার চেহারা ছবি খুবই অদ্ভুত?"

"না", মিলগ্রেভ জবাব দিল। আদালতের চারদিকে আমি তাকিয়ে দেখি নি। এই বুড়ো লোকটি তাহলে—"

"বুড়োর নাম এণ্টনি মাল্লালিউ, সকলে তাকে নস্যি মাল্লালিউ বলেই ডাকে। লিংকাস্টারের অতি বৃদ্ধ মানুষদের মধ্যে সেও একজন, এই শহরের একটি বিশেষ চরিত্র। টুকি-টাকি জিনিসের একটা দোকান আছে, যত রাজ্যের বিচিত্র সব জিনিস সে বিক্রি করে। তাকে একটা যাদুঘরও বলা চলে। আজ আমি তাকে আদালতে দেখেছি, আর এইমাত্র তার কাছ থেকেই এটা পেলাম।"

সে গোয়েন্দার হাতে একটুকরো সাদাটে বাদামী কাগজ তুলে দিল; সাধারণত ছোটখাট দোকানে এই কাগজে মুড়েই জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়। মিলগ্রেভ দেখতে পেল, সেই কাগজে সাদা-সাদা সস্তা কালিতে কয়েকটি কথা লেখা আছে।

www.BanglaBook.org

BanglaBook.org

"মিঃ সাটন—আজ রাতে আপনি যদি এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, এবং লণ্ডনের ভদ্রলোকটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন, তাহলে আপনার কিছু সুবিধা হতে পারে।—আপনার বশংবদ।

"এ. মাল্লালিউ"

কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর মত হাতের লেখা দেখে ঈষৎ হেসে মিলগ্রেভ কাগজের টুকরোটা ফেরৎ দিল। প্রশ্ন করল, "আপনি কি ভেবেছেন?"

সাটন বলল, "নস্যি মাল্লালিউ গভীর জলের মাছ। সে অনেক কিছু খবর রাখে। আজ সকালে আমি দেখেছি আদালতে বসে সে যেন সব কথা গিলে খাচ্ছিল। একবার সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করাই ভাল।"

দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মিলগ্রেভ অনেক অদ্ভুত জায়গা দেখেছে, কিন্তু সাটন তাকে যেখানে নিয়ে হাজির করল সে রকম অসাধারণ বাড়ি ও দোকান সে কখনও দেখে নি। 'মুট হল'-এর পিছনে একটা লোকবিরল শান্ত গলিতে দোকানটার মুখ। সেখানে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেই সব বস্তু যাকে লোকে বলে আবর্জনা—রাবিশ—পুরনো আসবাবপত্র, পুরনো কাঁচ, পুরনো বাসন, পুরনো ছবি—যুগসঞ্চিত ধুলোয় ঢাকা যত রকমের টুকি-টাকি মাল।

ঘুরে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও কোথাও নেই; পিছনের অন্ধকার বাড়িটাতে জায়গা আরও কম; সেখানেও যাতায়াতের পথ, সিঁড়ি, আনাচ-কানাচ সবই অনুরূপ জিনিসে উঁচু করে বোঝাই।

একটি ছায়ামূর্তি আধা-আলোকিত দোকান থেকে একটা সরু পথ ধরে তাদের নিয়ে গেল পিছনের বৈঠকখানায়। সে ঘরও বিচিত্র সব জিনিসে ভর্তি; মদ, পেঁয়াজ ও কড়া তামাকের গন্ধে ভরপুর। ছায়ামূর্তি একটা বাতির ফিতেটা ঘুরিয়ে দিলে মিলগ্রেভ তার সম্মুখে দেখতে পেল এমন একটি অদ্ভুত বৃদ্ধ মানুষকে যেরকমটি সে জীবনে কখনও দেখে নি; যেরকম মানুষ বাস করে একমাত্র ডিকেন্সের কল্পনায় অথবা ডোরে-র ছবিতে।

লোকটি অতি বৃদ্ধ, অত্যন্ত নোংরা; তার পোশাক-আশাক যে কোন কাক-তাড়ুয়াকেও লজ্জা দিতে পারে; খুব সম্ভব সে কখনও পোশাক ছাড়ে না, বছরে মাত্র একবার একটা পরিচ্ছন্ন শার্ট পরে। সব মিলিয়ে, তাকে দেখে বা তার কাছে গিয়ে তাকে ভাল ছাড়া আর সব কিছুই বলা যায়। মিলগ্রেভ কৃতজ্ঞ বোধ করল যে সে ও সাটন দুজনই কড়া চুরুট টানছিল। কিন্তু সে বলিরেখাংকিত পোড়া মুখটার ভিতর থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠল একজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ এবং একটি চোখ মানুষ দুটির দিকে তাকিয়ে পিট্ পিট্ করতে লাগল আর কাকের থাবার মত একটা হাত তাদের দেখিয়ে দিল একটা বিধ্বস্ত সোফা—ঘরের একমাত্র বস্তু যেখানে একটু বসতে পারা যায়।

"এখানে সবাই নিরাপদ" বৃদ্ধ লোকটি বলল; তার গলায় যে এত জোর ও দৃঢ়তা থাকতে পারে মিলগ্রেভ সেটা ভাবতে পারে নি। "তোমরা ঢোকার পরেই আমি দোকানের হুড়কো নামিয়ে দিয়েছি সাটন, অতএব কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। আমি আপনার ভৃত্য মিঃ লণ্ডন-আগত-মানুষ—

www.BanglaBook.org

আপনি দেখতে খুব বুদ্ধিমান! শান্ত, নিবিড় ও তীক্ষ্ন—এঃ, কি বল হে সাটন? বেশ, বেশ! একটু কিছু পান করবেন তো? আমি নিজে জিন খাই, কিন্তু আপনাকে দেব পাঁচশ' বছর ধরে বোতলে রাখা হুইস্কি। বাজী ধরে বলতে পারি, এ রকম জিনিসে কখনও ঠোঁট ভেজান নি!"

মিলগ্রেভ হয় তো এই আতিথেয়তার অবদানকে ফিরিয়েই দিত, কিন্তু সাটন একটা খোঁচা মেরে তার দিকে তাকাল; সুতরাং সে মৌনী হয়ে গেল, আর সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ এটা-সেটা সরিয়ে একটা সিল-করা বোতল খুঁজে বের করল; বেশ দক্ষতার সঙ্গে তার কর্কটাও খুলে ফেলল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, "পঁচিশ বছর আগে লর্ড মেলব্রো-র নিলাম থেকে দুই ডজন হুইস্কি কিনেছিলাম। সবগুলিকে বিশেষভাবে কর্ক এঁটে সিল্ করিয়ে নিয়েছিলাম এবং সময়মত যাতে নতুন কর্ক লাগানো হয় সে দিকেও নজর রেখেছি। এবার, এই দেখুন সেই সব জিনিস এই পচা গর্তের মধ্যে যা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যেতে পারেন মিঃ লণ্ডন-আগত-মানুষ—পরিষ্কার গ্লাস আর পরিষ্কার জল। এবার আমি আপনাদের সাহায্য করছি, আমাকেও সাহায্য করব আমার এই লিকার এক ফোঁটা খেয়ে—জীবনে কখনও জিন ভিন্ন আর কিছু স্পর্শ করি নি—তারপর আমরা আলাপ করব। সামান্য আলাপ—জ্ঞানগর্ভ আলাপ—যা আপনারা দুজন চাইছেন।"

"হাল্কা—অবশ্যই", মিলগ্রেভ জবাব দিল।

চামড়ায় বাঁধানো বইয়ের স্তূপের উপর বসে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হাল্কা! অন্ধকারের উপর আলোকপাত—কি বলেন? বাছারা, আপনারা তো জানতে চান তরুণ হেনিংটনকে কে খুন করল, তাই না?"

"আপনি জানেন?" মিলগ্রেভ প্রশ্ন করল।

নস্যি মাল্লালিউর তীক্ষ্ন চোখ দুটি গোয়েন্দার চোখের উপর স্থিরনিবদ্ধ হয়ে ঝিকমিকিয়ে উঠল। হঠাৎ সামনে বেঁকে থাবার মত হাতটা দিয়ে মিলগ্রেভের হাঁটুতে একটা চাপড় দিয়ে বলল, "আমার বয়স কত বলুন তো যুবক?"

"আশি", মিলগ্রেভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

"ভুল করলেন। এই সাটন যখন যুবক ছিল তখনও আমি ছিলাম বৃদ্ধ", নস্যি মাল্লালিউ পাল্টা চাপান দিল। "আমি সাতানব্বই বছরের বুড়ো। আপনার যদি সন্দেহ হয়, গ্রামের জন্ম-খাতায় খুঁজে দেখতে পারেন। সাতানব্বই! দেহে, মনে, সম্পদে সুস্থ ও সবল। জীবনে চশমা পরি নি, দরকারি দাঁতগুলো এখনও আছে, এখনও আগের মতই কানে ভাল শুনতে পাই। আমি বেঁচে থাকব একশ' বছরেরও বেশী।"

"আপনি আশ্চর্য!" মিলগ্রেভ বলল। "সত্যি আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! সাতানব্বই! একটা বিরাট বয়স!"

বুড়ো লোকটি বলল, "স্বভাবতই যে মানুষ সাতানব্বই বছর এখানে বাস করছে সে এখানকার

www.BanglaBook.org

কিছু খবর রাখে। এই সাটনই আপনাকে বলবে যে আমি জানি না এমন কথা লিংকাস্টারে খুব অল্পই আছে।"

সাটন আন্তরিকভাবেই বলল, "সে কথা ঠিক। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ওর চাইতে বেশী কেউ জানে না।"

মিলগ্রেভের দিকে আর এক নজর তাকিয়ে নস্যি মাল্লালিউ বলল, "যদি এমন হয় যে আমার যা জানার কথা তার চাইতেও বেশী কিছু আমি জানি। দেখুন, এ বিষয়ে একটা সন্দেহ জেগেছে যে তরুণ মেয়রকে যেই খুন করে থাকুক সে সামনের দিক থেকে 'মুট হল'-এ ঢুকেছিল কিনা—তাই তো?"

দুই শ্রোতাই কান খাড়া করল; কথাগুলি তো বেশ অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে। মুখে কেউ কিছু বলল না, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি বেশ খুশি হয়ে হেসে উঠল। তারপরেই তার মুখের ভাব বদলে গেল; সে গম্ভীর হয়ে গেল।

অতিথির দিকে ঝুঁকে সে আরও বলল, "এই ঘটনাটি ঘটার আগে আমার বিশ্বাস ছিল যে 'মুট হল'-এর এমন একটা গোপন কথা আছে যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি ভাবতাম, আমিই শেষ মানুষ যে সেটা জানে। এখন আমি মনে করি—না, আমি নিশ্চিত জানি—আরও কেউ সেটা জানে। সে আর কিছু নয়—পুরনো বাড়িটাতে ঢোকার একটা গুপ্ত পথ আছে!"

॥ ৩ ॥

BanglaBook.org

"কী!" সাটন চীৎকার করে উঠল।

"ঠিক তাই", বৃদ্ধ বলল। "আমার বাবা, তার বাবা, তার ঠাকুর্দা—সকলেই 'মুট হল'-এ বাস করতেন, এখন যেখানে বাস করে লিয়ারয়েড। তারা সকলেই এই গুপ্ত পথের খবর জানতেন, এবং পরবর্তী বংশধরকে সেটা জানিয়ে যেতেন। এই পথটা প্রাচীর কেটে বাজারের নীচ দিয়ে চলে গেছে, আর শেষ হয়েছে—কোথায় বলুন তো?"

মিলগ্রেভ কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। এই বিচিত্র পরিবেশে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাটনের মোটা দেহ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল।

সে গাঁক-গাঁক করে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা—কোথায়? আপনি বলুন?"

নস্যি মাল্লালিউ তার মুখটা অপর দুজনের দিকে আরও বাড়িয়ে দিল। তার গলার স্বর আরও ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল।

"ব্যাংক হাউসের একটা গুপ্ত সিঁড়িতে গিয়ে!" সে জবাব দিল।

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট তার আসনেই লাফিয়ে উঠল। মিলগ্রেভ বুড়ো লোকটির দিকে পিছন ফিরে

অদ্ভুত দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

সঙ্গীটি আবার চেঁচিয়ে বলল, "কী! মিঃ লেগেটের বাড়ি। কী বলছেন আপনি?"

"আমি ঠিকই বলছি!" নস্যি মাল্লালিউ বলল।

এই কথা বলে বৃদ্ধও চুপ করল। এই নীরবতার অর্থ কি হতে পারে তা ভেবে মিলগ্রেভ অবাক হল। সাটনেরও স্বাভাবিক হতে বেশ কিছু সময় লাগল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সে চাপা গলায় বলে উঠল, "হে ভগবান! এ কথা কে ভাবতে পারত?"

"ঠিক তাই", বুড়োও কথাটা মানল। একটা সেকেলে নস্যিদান বের করে এক টিপ নাকে দিয়ে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দিকে তাকাল। "ব্যাপারটা বুঝতে পারছ সাটন? তুমি খুব আঘাত পেলে! মিঃ লণ্ডন-আগত-মানুষটি কিন্তু বুঝতেই পারলেন না।"

"সত্যি আমি বুঝতে পারছি না" মিলগ্রেভ বলল।

"খুব সরল", নস্যি মাল্লালিউ মন্তব্য করল। "ব্যাংক হাউস"-এর অধিবাসী মিঃ লেগেট ভদ্র মানুষ: পুরাবস্তু ও পুরাতত্ত্ববিদ্যায় আগ্রহী। তাছাড়া, অনেক বছর তিনি হ্যানিংটনের ব্যাংকে ম্যানেজার ছিলেন—দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসী ম্যানেজার। তার উপর, দশ বছর ছিলেন বরোর কোষাধ্যক্ষ। এহ:?"

গ্লাসটা হাতে নিয়ে সাটন হা করে বসেছিল। হঠাৎ সে এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে উঠে পড়ল। বুড়োর কাঁধটা চেপে ধরে বলল, "আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন গুপ্ত পথটা কোথায়?"

নস্যি মাল্লালিউ জবাব দিল, "নিশ্চয়। যখন বলবে তখনই।"

"তাহলে এখনই", সাটন বলল। "শুভস্য শীঘ্রং। চলুন আমাদের সঙ্গে।"

বুড়ো লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "না, আগে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমরা ছাড়া আর কেউ এটা জানতে না পারে। তোমরা বরং লিয়ারয়েডের সঙ্গে ব্যবস্থাটা করে এস। তার মিসেসকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে তারপরে সে আমাদের ঐ বাড়িতে ঢোকাবে। ঠিক দশটার পরে আমি বাইরে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। মনে রেখো সাটন, আমি চাই না যে তোমাদের যা বলেছি সারা শহর সেটা জেনে ফেলুক। এখনও পর্যন্ত এটা একটা পারিবারিক গুপ্ত কথা হয়েই ছিল, কিন্তু—এখন—"

"এখন—কি?" সাটন শুধাল।

নস্যি মাল্লালিউ করুণভাবে হাসল। বলল, "এখন দেখছি লেগেটও এটা জেনে ফেলেছে। আচ্ছা, তাহলে দশটার পরে—"

মিলগ্রেভকে নিয়ে সাটন টুকিটাকির দোকান থেকে বেরিয়ে একটা নির্জন কোণে এসে দাঁড়াল। ফিস: ফিস: করে বলল, "কিছু বুঝতে পারলেন বুড়োর কথাবার্তা? লেগেট-এর নাম তো শুনলেন? ব্যাংকের ম্যানেজার, বরোর কোষাধ্যক্ষ—হ্যাঁ, কিন্তু লোকটি আরও অনেক কিছু—শহরের কত পরিবারের সে যে ট্রাস্টি তা আমিও জানি না! ইদানীং কালে এই অঞ্চলের কত পিতলের বাসনপত্র

www.BanglaBook.org

যে লেগেট-এর কাছে বাঁধা পড়েছে তার হিসাব নেই। লোকটি শান্ত, খুবই শ্রদ্ধেয়, মুখে মিষ্টি কথা—সকলেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। নামটিও বেশ—লেগেট! কিন্তু ধরা যাক—"

"কিন্তু কোন কিছু ধরে নেবার আগে আমি আরও কিছু শুনতে চাই", মিলফোর্ড বলে উঠল। আপনি আমার চাইতে অনেক বেশী জানেন। ধরা যাক—কি ধরে নেব?"

সাটন উত্তর দিল, "তরুণ হ্যানিংটনের ব্যবসা-বুদ্ধিটা বেশ পাকা। আমি জানি, তিনি সব কিছুর উপরই নজর রাখতে শুরু করেছিলেন। ধরুন, যদি তিনি কিছু ধরে ফেলে থাকেন—মানে অন্যায় কিছু—মানে টাকা-পয়সার ব্যাপারে? ব্যাংকের ফাণ্ড, বরোর ফাণ্ড—তাহলে? এবার বুঝতে পারলেন তো? এখন কি করা যায়?"

এ বিষয়ে মিলগ্রেভ আগেই মনস্থির করে ফেলেছিল। সে প্রশ্ন করল, "আপনার হাতে কি এমন দু-তিনটি লোক আছে যাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়? যাদের আপনি কিছু কিছু জানাতে পারেন এবং পুরোপুরি ভরসা করতে পারেন?"

"আধা ডজন আছে", সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। "খুব কাজের লোক।"

মিলগ্রেভ বলল, "দুজন হলেই চলবে। ব্যাংক হাউসের সম্মুখ ও পিছন দিকটার উপর তারা চুপচাপ নজর রাখবে, আর আপনি ও আমি দেখে আসব বুড়ো আমাদের কি দেখাতে চান। যদি তিনি যা বলছেন তাই হয়, অথবা আপনি যা ভাবছেন তাই হয়, তাহলে—"

অর্থপূর্ণভাবে মাথাটা নেড়েই সে কথাটা শেষ করল, আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্রুত পায়ে থানার দিকে চলে গেল।

মিলগ্রেভের দৃষ্টি খুব সজাগ; লিংকাস্টারে এসে প্রথম রাতেই সে বুঝতে পেরেছিল, শহরের লোকজন বেশ আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়ে। সাড়ে ন'টার মধ্যেই সব আলো নীচতলা থেকে উপরের জানালায় উঠে যায়, দশটার মধ্যেই ছোট শহরটা শুনশান হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়; শুধু বাজারের মধ্যে দু-তিনটে আলো জ্বলতে থাকে। সেই নীরবতা ও আলো-ছায়ার মধ্যেই মিলগ্রেভ ও সাটন নর্সি্য মাল্লালিউর সঙ্গে মিলিত হল; তার গায়ে থুতনি পর্যন্ত বোতাম-আঁটা একটা পুরনো ঘোড়সওয়ারের জোব্বা; সেটা এতই পুরনো যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দস্যুরাও পরে থাকতে পারে। 'মুট হল'-এর ফটকের কোণেই বৃদ্ধ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। লিয়ারয়েড তিনজনকেই নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল; নিঃশব্দেই তারা পাথরের সিঁড়ি পর্যন্ত গেল। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে সাটন দুটো ষাঁড়-চক্ষু লণ্ঠন বের করল।

বলল, "মেয়রের বৈঠকখানার তিনটে জানালা বাজারের দিকে খোলে। আমি চাই না যে এখানকার কোন বড় আলো কেউ দেখতে পায়, তাই আমরা এই দুটি আলোই ব্যবহার করব। যে সুড়ঙ্গ পথের কথা শুনে এসেছি সেটা আবিষ্কার করতে গেলে এই দুই আলোই বেশী কাজে লাগবে।"

কথা বলতে বলতেই মেয়রের বৈঠকখানার দরজার তালা খুলল এবং ভিতরে ঢুকে আবার তালা

www.BanglaBook.org

লাগিয়ে দিল। তারপর লণ্ঠন দুটোকে মাঝখানের টেবিলের উপর রেখে বৃদ্ধের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "মিঃ আল্লালিউ, এবার আপনার পালা। বলুন আমাদের কি দেখাবেন?"

নাসির আল্লালিউ ঘরের একপ্রান্তে সরে বড় অগ্নিকুণ্ডটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং কার্পেট ও অগ্নিকুণ্ড-আচ্ছাদনির উপরকার রক্তের দাগের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডেস্ক ও চেয়ারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

"আরে!" সে চিন্তিতমুখে বলে উঠল। "আরে! ফৌজদারি আদালতে যে সব কথা উঠেছিল তা শুনে আমি যে রকমটা আশা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে—একেবারে ঠিক-ঠিক! কাজটা কি ভাবে করা হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি গো বাছারা।"

"কি ভাবে কি করা হয়েছিল?"

"অবশ্যই খুনের কথাই বলছি", বৃদ্ধ জবাব দিল। "এবার তোমরা দুজনই মন দিয়ে শোন। আগেই বলেছি, আমার বাপ-ঠাকুর্দারা এই 'মুট হল'-এর রক্ষক ছিল—তোমরা যাকে বল কেয়ার-টেকার, এবং তারও আগে তাদের ঠাকুর্দারা—তা দু-শ' বছর ধরে; শহরের দলিল-দস্তাবেজ থেকেই সেটা দেখে নিও সাটন। ফলে, এই পুরনো বাড়িটার এমন কথা বেশী নেই যা আমি জানি না। তাহলে, মেয়রের এই বৈঠকখানাটা দেখছ? সামনের দিকটা বাজারমুখী, সেখানে আছে তিনটে জানালা। এই দিকে—ফিংকল ফটকের দিকে আছে দুটো জানালা। ফিংকল ফটকের দিকে এই শেষ জানালাটার পাশেই তরুণ হ্যানিংটন তার নিজস্ব ডেস্কটা বসিয়েছিল। এই সেই চেয়ার—ছুরিকাহত হবার সময় এই চেয়ারেই সে বসেছিল। ওই চেয়ারের পিছনে কি আছে? দেখতেই পাচ্ছ—একটা পুরনো সূক্ষ্ম কাপড়ের পর্দা—মাঝখানটা দুই ভাগ করে কাটা। তার পিছনে কি আছে? এসেই দেখ।"

একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে বৃদ্ধ সঙ্গী দুজনকে ঘরের এক কোণের দিকে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃদ্ধের কথার অর্থ বুঝতে পারল। ঘরের সেই দিককার মাঝখানে ছিল একটা পর্দা-ঢাকা অগ্নিকুণ্ড; পর্দাটা ছিল সব দিকেই অনেকটা করে ঘরের দিকে বাড়ানো; ফলে অগ্নিকুণ্ডের পাশেই অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা ছিল। মেয়রের ডেস্ক ও চেয়ারের পিছনকার ফাঁকা জায়গাটাকেও প্রাচীন কালের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ আঙুল দিয়ে পর্দাটার গায়ে টোকা দিল।

বলল, "এইবার ভাল করে খেয়াল কর। ডেস্কের সামনে চেয়ারটাকে ঠিক জায়গায় বসালে তার পিছন থেকে পর্দার দূরত্ব হবে আঠারো ইঞ্চির মত। ফলে, কোন মানুষ যদি পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে সে সহজেই চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটিকে হাতের নাগালের মধ্যেই পাবে। আর, শোন হে বাছারা, তরুণ মেয়র যখন খুন হল তখন ব্যাপারটা এই রকম ঘটেছিল—খুনী সকলের অজ্ঞাতে পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে ছিল। মেয়র যখন ডেস্কের কাছে তার চেয়ারে বসল এবং কিছু লেখালেখির জন্য সামনে ঝুঁকল, তখনই খুনী পর্দার ফাঁক দিয়ে পুরো

www.BanglaBook.org

হাতটা বাড়িয়ে অস্ত্রটাকে তার পিঠের মধ্যে সজোরে ঢুকিয়ে দিল। ডাক্তারও বলেছে, মেয়র লাফিয়ে উঠে এক পাক ঘুরে সটান সেখানেই পড়ে গেল যেখানে লিয়ারয়েড তাকে দেখতে পেয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে খুনী গেল কোথায়? কেন, সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই চলে গেল! এই দেখ!"

বৃদ্ধ লোকটি যে প্রবল আগ্রহ ও তীব্র আনন্দের সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিল তাতে মিলগ্রেভ খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়ল। কাকের থাবার মত হাত দিয়ে বৃদ্ধ যখন পর্দাটা একদিকে সরিয়ে দিল তখন তার হাতটা থরথর করে কাঁপছিল।

"সাটন, অন্য লণ্ঠনটা নিয়ে এস", বৃদ্ধ হুকুমের ভঙ্গীতে বলল। "আলোটা এখানে কেন—এখানে। মিঃ লণ্ডন-আগত-মানুষ, আপনি এটা ধরুন; আমার দুটো হাতই চাই। এইবার তাহলে তাকান দুজনই। দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক ঘরের বাকি অংশের মত এই ফাঁকা জায়গাটাও চৌখুপী করা। মহাশয়রা, এটা রাণী আনের সময়কার স্থাপত্যকর্ম প্রতিটি ইঞ্চিতে! চমৎকার, লিংকাস্টার-অরণ্য থেকে আনা নিরেট ওক কাঠ, টোকা দিলে এখনও ঘণ্টার মত বাজে। এই চৌখুপীর কাজ যত ভাল করে পার দেখে নাও; যে দরজাটার কথা বলেছি সেটা খুঁজে পেতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কিন্তু এই তো সেই দরজা! এবার দেখ। তুমি ওই খোদাই কাজের উপর একটা হাত রাখ, আর আপনি চাপ দিন এখানকার খোদাই কাজের উপর—আর ওই সম্মুখে!"

বৃদ্ধ লোকটির কম্পিত হাতের নীচে পাঁচ ফুট বাই দুই ফুট মাপের একটা ছোট চৌখুপী ধীরে ধীরে সরে গেল এবং মোটা দেয়ালের নিরেট ইঁটের তৈরি একটা গভীর গহ্বর আত্মপ্রকাশ করল। নস্যি মাল্লালিউ সেই গহ্বরে পা বাড়িয়ে দিয়ে একজনের হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে ইসারায় অপর দুজনকে বলল তাকে অনুসরণ করতে। তারপর যে মেঝের উপর তিনজন গিয়ে দাঁড়াল তারই ধুলোভরা মেঝের উপর সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল।

ক্রুড় হেসে বলল, "আমি কি বলেছিলাম? ওই দেখ তেল! বুঝতে পারছ, যন্ত্রটাতে সে তেল দিয়েছে, যাতে সহজে খোলে। কৌশলটা একবার দেখবে নাকি?"

মিলগ্রেভ বলল, "আমি যা জানতে চাই তাহল—প্রথম, এই চৌখুপীটা কি এই দিক থেকে খোলে?"

উত্তর হিসাবে বৃদ্ধ চৌখুপীটাকে যথাস্থানে টেনে এনে শক্ত করে বন্ধ করে দিল, এবং পুনরায় খুলে দেখাল। জয়ের মুচকি হাসি হেসে সে গোয়েন্দার দিকে তাকাল।

"আর দ্বিতীয়," মিলগ্রেভ বলল, "এই পথটা কোথায় গেছে?"

"আঃ!" নস্যি মাল্লালিউ উত্তরে বলল, "আপনার মুখেও বুলি ফুটেছে! সেটাই তো আসল কথা। আসুন!"

যে পথের কথা মিলগ্রেভ বলল এবং যার দিকে সাটন সন্দেহ ও ভয়মিশ্রিত চোখে তাকাচ্ছিল সেটা প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ডের পিছনে ঘন দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে। সুড়ঙ্গ-পথটা প্রায় ছয় ফুট উঁচু,

www.BanglaBook.org

আড়াই ফুট চওড়া। তার ছাদ থেকে মাকড়শার জাল ঝুলে আছে, দেয়ালে নানান জিনিস গজিয়েছে। কিন্তু মেঝেতে যে ধুলো ঘন হয়ে পড়ে আছে সেটা যথেষ্ট শুকনো, এবং লণ্ঠনটাকে সেইদিকে নীচু করে বৃদ্ধ আর একবার ঠোঁট টিপে হাসল।

॥ ৪ ॥

BanglaBook.org

সে মুখে বলল, "তাকিয়ে দেখ! পায়ের ছাপ—প্রচুর পায়ের ছাপ। সবগুলি সম্প্রতিকালের। মিঃ লণ্ডন-আগত-মানুষ, আপনি যদি একটা সুন্দর, আলাদা, স্পষ্ট ছাপ বেছে নিতে পারেন এবং কারও বুটের সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে পারেন তো কেমন হয়, এঃ?"

অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে সাটন বলে উঠল, "আশা করি এটা নিরাপদ। এখান থেকে পড়ে যাবারও কোন ভয় নেই, আছে কি?"

নস্যি মাল্লালিউ পাল্টা জবাব দিল, "তিন শ' বছর এবং তারও বেশীকাল ধরে এটা নিরাপদই আছে।" লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সে সদর্পে এগিয়ে চলল; কিন্তু মিলগ্রেভ পনেরো গুণবার পরেই তাদের সামনে এসে দাঁড়াল একটা ফাঁকা দেয়াল; তার সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে দেখা দিল একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি, সেটা স্পষ্টতই আর একটা দেয়ালকে কেটে বেরিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ আবার বলতে আরম্ভ করল, "তাহলে সাটন, তুমি কি জান আমরা কোথায় আছি? ওই যে দেয়ালটা দেখছ ওটা নীচের হল-ঘরের বড় সিঁড়িটার পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেছে। এই সিঁড়িটা সেটাকে কেটে সোজা ভিতটাকে ফুঁড়ে এই রকম আরেকটা সুড়ঙ্গে গিয়ে পড়েছে, আর সেটা চলে গেছে বাজারের নীচ দিয়ে। সেটা আবার কসাইদের ভুগর্ভ-কক্ষ বেডফোর্ডের তলা দিয়ে, পর পর দুটো দোকানের ভুগর্ভ-কক্ষের তলা দিয়ে পড়েছে আরেকটা সিঁড়িতে যেটা 'ব্যাংক হাউস'-এর দেয়ালকে ভেদ করেছে। এইখানে আপনাকে বলে রাখি," শেষের কথাগুলি সে বলল মিলগ্রেভের দিকে তাকিয়ে, "এই বাড়িটা 'মুট হল'-এর চাইতেও পুরনো। আর সেই বাড়িতে গিয়ে সুড়ঙ্গ-পথটা আর একটা চৌখুপী দরজা দিয়ে উঠে গিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে লেগেট-এর বৈঠকখানায়, অগ্নিকুণ্ডটার পাশে। ঐ দেখ!"

বৃদ্ধের কাঁধের উপর দিকে তাকিয়ে দুজনেরই দৃষ্টি পড়ল সিঁড়িটার অন্ধকার ফাটলের উপর। ঠাণ্ডা, ভিজে বাতাসের ছোঁয়া লেগে সাটন সন্দিগ্ধ চিত্তে একবার হাঁচি দিল।

বলল, "মেয়রের বৈঠকখানাতেই ফিরে যাওয়া যাক। সেখানে বসেই ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।"

এই স্তরে এসে মিলগ্রেভ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। বৃদ্ধ লোকটি যখন সব কিছু দেখাচ্ছিল তখন সে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। এবার কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে সে কৃতসংকল্প।

সব চাইতে কাছের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মৃত মানুষটির রক্তের দাগ-লাগা জায়গাটাতে পেঁছেই সে স্থিরসিদ্ধান্তে কথা বলতে লাগল।

বলল, "একটিমাত্র কাজ আমাদের করতে হবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আপনি ও আমি এই মুহূর্তেই মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা করব। আপনি একটা বাহানা তুলে বলবেন যে মিঃ হ্যানিংটনের ব্যাপারে আমরা তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমেই তাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না, অবশ্য পরেও নয়।"

নস্যি মাল্লালিউর দিকে তাকিয়ে সাটন মিটিমিটি হাসল।

মন্তব্য করল, "লেগেটকে ভয় দেখাতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তার মত কঠিন ও ঠাণ্ডা মক্কেল নিয়ে আমাকে কখনও কাজ করতে হয় নি।"

"খুব ভাল কথা," মিলগ্রেভ বলল। "এখন আমার পরিকল্পনাটা শুনুন: আপনি আর আমি সোজা সেখানে যাব; খুন-সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুরু করে লেগেটকে আটকে রাখব। এখন এগারোটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। মিঃ মাল্লালিউ, আপনি এই পথটা ধরে চলে যান লেগেট-এর বাড়ির গুপ্ত দরজায়। আপনার উপর কেউ একজন নজর রাখছে! ধরুন আমি। ঠিক আছে। তারপর ঠিক এগারোটার সময় গুপ্ত দরজায় তিনবার টোকা দিন। জোরে টোকা দেবেন—একবার, দুবার, তিনবার—এক সেকেণ্ডের মত ফাঁকে ফাঁকে। বুঝেছেন?"

সাটন এমনভাবে তাকাল যেন ঠিক বুঝতে পারে নি। কিন্তু বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

সে বলে উঠল, "আচ্ছা ফন্দিটা ফেঁদেছেন বাবা! আমার কাজ আমি ঠিকই করব; আপনারা সরে পড়ুন। সে নিশ্চয় আপনাদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসাবে; এটাই তার বসার ঘর। কিন্তু আমি এমনভাবে দরজায় ধাক্কা মারব যে বাড়ির যে কোন জায়গা থেকে তা শোনা যাবে। কিন্তু চোখ দুটি খোলা রাখবেন: লেগেট এমনিতে বেশ শান্ত-শিষ্ট ছেলে, কিন্তু দরকার হলে অসাধারণ কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে।"

"ঠিক আছে," মিলগ্রেভ বলল। "মনে রাখবেন, কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটা!"

ইসারায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডেকে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; লিয়ারয়েডকে দু-একটি সাবধান-বাণী শোনাবার জন্য বাইরের সিঁড়িতে একটু থামল। নিঃশব্দ বাজারটা পার হয়ে সে বলল, "আচ্ছা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এই লেগেট কি বিবাহিত?"

"না; অবিবাহিত," সাটন জবাব দিল।

"তার সংসারে কে কে আছে?" মিলগ্রেভ শুধাল।

সাটন উত্তর দিল, "দুটি কাজের মানুষ, মাঝবয়সী স্ত্রীলোক।"

একটু ভেবে মিলগ্রেভ বলল, "ঠিক আছে; তাহলে এবার আপনি ঘণ্টাটা বাজান, আর আলোচনার সূত্রপাতটা আপনিই করবেন।"

www.BanglaBook.org

ব্যাংক ম্যানেজার স্বয়ং বাড়ির দরজা খুলে দিল। বাতিটা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে সে নীরবে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইল। মিলগ্রেভ ভাল করে লক্ষ্য করেও ম্যানেজারের মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, বিস্ময়ও নয়; শুধু তাকে একটু বিরক্ত বলে মনে হল।

সে বলল, "আচ্ছা ব্যাপার কি সাটন?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিনিতভাবে বলল, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ লেগেট; কিন্তু আপনি কি আমাকে এবং মিঃ মিলগ্রেভকে দু'-এক মিনিট সময় দিতে পারবেন? দু-একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্যের বড় দরকার স্যার।"

লেগেট সরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে তাদের ঢুকতে বলল।

তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলল, "বড় অদ্ভুত সময়ে আপনারা এসেছেন; সব ফেলে এই সময়টাই আপনারা বেছে নিলেন? যাই হোক, এইদিকে আসুন।"

রাস্তার দিককার দরজাটা বন্ধ করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের আগে আগে হল পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। মিলগ্রেভ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে নস্যি মাল্লালিউ এই বৈঠকখানাটার কথাই বলেছিল। লেগেট আলোটা জ্বালাতে প্রথম দৃষ্টিতেই ঘরটার প্রাচীনতা প্রকট হয়ে উঠল। দেয়ালের চৌখুপীর পিছনে যে প্রাচীন পাথরের দেয়ালটি আছে তাতে যে কয়েক শতাব্দী পূর্বের কোন রাজমিস্ত্রির হাতের স্পর্শ লেগে আছে সে কথা জানতে ও বুঝতে বেশী জ্ঞানের দরকার হয় না। ঘরের প্রাচীন কারুকার্য ছাড়াও মালিক স্বয়ংও কম আকর্ষণীয় নয়—ক্ষীণ, ভঙ্গুর দেহ, শীতল দৃষ্টি ও সহানুভূতিহীন ঠোঁট, তীক্ষ্ন, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম—এমন এক ধরনের মানুষ যাকে দেখলে স্নেহের উদ্রেক না হোক, বিশ্বাস ও ভরসার সৃষ্টি যে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একই নিরাসক্ত কণ্ঠে লেগেট বলল, "বসুন। বলুন, আপনারা কি জানতে চান? আমি তো অবাক হয়ে গেছি, আপনারা কি করে ভাবলেন যে আমি আপনাদের কিছু বলতে পারব। আমি তো মনে করি যা কিছু বলা যেতে পারে সবই আজ সকালে আদালতে বলা হয়ে গেছে।"

মিলগ্রেভের দিকে তাকিয়েই সে কথাগুলি বলছিল; গোয়েন্দাপ্রবরও সে আহ্বানে সাড়া দিল।

"যথার্থ বলেছেন," সে উত্তর দিল। "উপরে-উপরে তাই বটে। কিন্তু এ ব্যাপারটা এতই জটিল যে শুধুমাত্র ভাসা-ভাসা তথ্য দিয়ে কাজ হবে না। আমার কাজ আরও গভীরে প্রবেশ করা। মনে হয়, এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কোন অভিমত নেই। তাই কি?"

মুখে সগর্ব হাসি ফুটিয়ে ব্যাংক ম্যানেজার মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল। বোঝা গেল, গোয়েন্দাদের বুদ্ধি সম্পর্কে তার ধারণাটা খুব উঁচু নয়।

আধা ঠাট্টার ভঙ্গীতে সে বলল, "যদি থাকেও সেটা যে পুলিশকে জানাতে আমি বাধ্য তা তো জানতাম না। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নটা করলেনই তাই খোলাখুলিই বলছি যে, আমার মতে হ্যানিংটনের খুনের গোপন তথ্য যদি জানতে চান তাহলে আপনাকে অনেক দূর অতীতে ফিরে যেতে হবে একজন

www.BanglaBook.org

যুবকের জীবনের যতটা অতীতে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব। আমি কোন পরামর্শ দিচ্ছি না, কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের স্বর্গত মেয়র তিন বছর কেম্ব্রিজে এবং দুই বছর লণ্ডনে কাটিয়ে তারপর এখানে ফিরে এসে ব্যাংকের প্রধান হিসাবে বাবার কার্যভার গ্রহণ করেন—অতএব তার কিছু শত্রু থাকতেই পারে। কি বলেন?"

"তা তো বটেই", মিলগেভ জবাব দিল। "আর আপনি মনে করেন যে কোন শত্রুই সুকৌশলে একটা বিশেষ মুহূর্তে 'মুট হল'-এ ঢুকে পড়েছিল একটা বিশেষ মুহূর্তে। তাই তো?"

এবার লেগেটের প্রতি তার দৃষ্টি আরও প্রখর হল; তার বুঝতে দেরি হল না যে লেগেটও তার উপর নজর রেখেছে। একটা সূক্ষ্ম আলোর ঝলকানি—সেটা কি সন্দেহ, অবিশ্বাস, না ভয়?—তার শীতল, নীল দুই চোখে ফুটে উঠল; কারও মুখেই কোন কথা জোগাল না; তিনজনই আশ্চর্য রকমের নীরব হয়ে গেল।

একটু অপেক্ষা করে মিলগেভই সে নীরবতা ভাঙল।

শান্ত, সহজ গলায় সে বলে উঠল, "মেয়রের বৈঠকখানায় যে-ই ঢুকে থাকুক না কেন সে যে লিংকাস্টার 'মুট হল'-এর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্টভাবে পরিচিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ঠিক কোন্ সময়ে সে-বাড়িতে ঢোকা যাবে সেটা জানা কোন নবাগত লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়রও সাধারণত প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক সেই সময়ে তার বৈঠকখানায় যেতেন না।"

পাতলা ঠোঁটে অসম্মতির হাসি খেলে গেল।

"লোকে প্রশ্ন করতে পারে, 'হ্যানিংটন যে আগেই খুনীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেন নি সেটাই বা আপনি জানলেন কেমন করে? অবশ্য লিয়ারয়েড কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেখেছে কিনা সেটা কোন কথাই নয়। লিয়ারয়েড তার নিজের রাতের খাবার নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে তখন সে সব ব্যাপারে খেয়াল রাখা তার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। একটা মানুষ সহজেই তার নজর এড়িয়ে ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে পারে। এবং তারপরে বেমালুম সরে পড়াটাও তো কিছুই নয়; দুই মিনিট হাঁটলেই শহরের সীমান্ত এবং তারপরে তো শহরের যে কোন স্থান থেকে সামনে প্রসারিত খোলা মাঠ, আর—"

এই সময় মিলগেভ যেন কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই তার ঘড়িটা বের করল। এগারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে সে লেগেটের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, "অবশ্য, অবশ্য, আপনাদের 'মুট হল'-এ ঢুকবার এমন কোন পথ থাকতেই পারে যার কোন খবরই আমি জানি না। এই ধরনের সব প্রাচীন বাড়িতে প্রায়ই নানা রকম সব ফটক থাকে—গুপ্ত পথ, সুড়ঙ্গ, আরও কত কি। আর—"

আরও কিছু শুনবার আশায় ব্যাংক ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করল। কিন্তু ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে তীরটা ঠিক জায়গায়ই বিঁধেছে। মানুষটার ঠোঁট দুটো হঠাৎ বেঁকে গেল, তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা নতুন আলো; কিন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাথাটা তুলে সে গর্বভরে হেসে উঠল।

www.BanglaBook.org

ঘৃণার সঙ্গে বলল, “ফুঃ! আমরা সেই সব জীবন্তে-কবর-দেওয়ার কালে বাস করি না, আর—”

ম্যান্টেলপিসের উপরকার ঘড়িতে প্রথম সুরেলা ঘণ্টাটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ওক কাঠের যে চৌখুপীর পাশে বসে এই ধৃষ্ট কণ্ঠস্বরটি কথা বলছিল তার বাইরেই ধ্বনিত হল প্রথম ভারী ধাক্কার শব্দটি; আর বহুঅভিজ্ঞ লেগেট আর্তস্বরে চীৎকার করে তার আসনেই লাফিয়ে উঠল। শরীরটাকে ঘুরিয়ে সেই দেয়ালটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেখান থেকে ধ্বনিত হল সেই বিচিত্র আহ্বান। আবার সেই ধাক্কার শব্দ। নৈশ প্রহরী দুজনও ঘুম ভেঙে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল; তারা দেখতে পেল, ব্যাংক ম্যানেজারের কপাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। একটা হাত বাড়িয়ে সে একটু কেঁপে উঠল; আর তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাক্কার শব্দটি কানে আসামাত্রই একটা অদ্ভুত, চাপা গলায় চীৎকার করেই সে সাটনের বুকের উপর এলিয়ে পড়ল।

“মূর্ছিত!” মিলগ্রেভ বলে উঠল। “ওকে ওখানেই শুইয়ে দিন, আমি আপনাদের কোন লোককে ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি।” সে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল; এক মুহূর্ত পরেই ফিরে এসে অচৈতন্য লোকটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, “খুব জব্বর ফন্দিটা করা হয়েছিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তার দুর্বল স্নায়ু এতটা সহ্য করতে পারে নি। তিনি যদি কল্পনা করে থাকেন যে হ্যানিংটনের ভূতই শব্দটা করছিল তাহলেও আমি অবাক হব না। আচ্ছা, আমাদের পরবর্তী কাজ তার খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা জানা। সেটা অবশ্যই অর্থনৈতিক।”

লেগেট কেন মেয়রকে খুন করেছিল সেটাকে পুরোপুরি এবং পর্যাপ্তরূপে প্রমাণ করবার জন্য মিলগ্রেভকে আরও বেশ কিছুদিন লিংকাস্টারে থেকে যেতে হল। বরোর হিসাবপত্র সবই ভুল ছিল—অনেক বছর ধরেই জালিয়াতি করে সে সব বদলানো হয়েছে। সুকৌশলে, নিয়মিতভাবে ব্যাংকের টাকা লুঠ করা হয়েছে। অসংখ্য পরিবারকে ঠকানো হয়েছে। কেবল একটি কথা সে আজও সবিস্ময়ে ভাবে—অবশ্য লেগেটকে নিরাপদে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার পরে—যে নার্স্য মাল্লালিউ যদি তার বুদ্ধি ও স্মৃতিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে এত দীর্ঘ বছর বেঁচে না থাকত তাহলে এই হত্যার রহস্যটি কোনদিনই উন্মোচিত হত কিনা।

www.BanglaBook.org